



224758 - বাবা-মা সন্তানদরে আনুগত্য, সদাচরণ ও দোয়া পাওয়ার অধিকার রাখতে, যদিও তারা প্রতাপালন ও ভরণপোষণে কসুর করে

প্রশ্ন

আল্লাহ তায়ালা বলেন: “আর মমতায় তাদের প্রতি বশ্যতার ডানা নত করে দিবে (তাদের সাথে বনীত আচরণ করবে) আর বলবে: ‘হে আমার রব! আমার পতিমাতার প্রতি দয়া করুন, যমেন তারা আমাকে ছোট থাকতে (দয়া দিয়ে) লালনপালন করছেন।’” আমি এক ব্যক্তির কাছ থেকে শুনছি যাকে আমি জ্ঞানের ক্ষেত্রে নরিভরযোগ্য মনে করিনি; যে পতি বা মাতা তার সন্তান প্রতাপালনে ভূমিকা রাখেনি, তার জন্য তাদের প্রতি আনুগত্য, সদাচরণ ও দোয়া করা আবশ্যিক নয়। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: “যমেন তারা আমাকে ছোট থাকতে লালনপালন করছেন।” আমি এ বক্তব্যের সঠিকতা জানতে পারিনি। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কথাটা কি সঠিক? সালাফের মাঝে কটে কি এমন কথা বলেছেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আলমেরা ছাড়া অন্য কারো থেকে জ্ঞান গ্রহণ করা উচিত নয়। আলমেরা যতদনি আছে ততদনি জ্ঞানও থাকবে। আল্লাহ যদি জ্ঞান ছনিয়ে নতি চান তনি আলমেদরে নিয়ে যাবনে। ইমাম মুসলমি তার ‘সহীহ’ বইয়ের ভূমিকায় (১/১৪) মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন থেকে বর্ণনা করেন, তনি বলেন: “নশিচয় এই জ্ঞান দ্বীন। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য রাখো কার কাছ থেকে তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ।”

দুই:

বাবা-মা সন্তানদের সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার; যদিও বাবা-মা সন্তান প্রতাপালন ও ভরণপোষণে কসুর করে।

সন্তানদের অধিকার নষ্ট করা ও এতে অবহলো করা একটা গুনাহর কাজ; যার জন্য ব্যক্তিকে পাকড়াও করা হবে, শাস্তি দেওয়া হবে। কনিতু এটার কারণে বাবা-মায়েরে অবাধ্য হওয়া বধৈ নয়; যটো অন্যতম বড় কবীরা গুনাহ।

সন্তানদের অধিকার আদায়ে বাবা অবহলো করলেই যদি ছলে জন্ম বাবার অধিকার আদায়ে কসুর করা বধৈ হয়ে যতে; তাহলে



মুসলিমদের ঘরগুলো নষ্ট হয়ে যতে। ন্যূনতম সংশয়রে জরে ধরে সন্তান তার বাবা-মায়রে অবাধ্য হত। নিজরে বচিরববিচেনাকরে বাবা-মায়রে অবাধ্য হওয়ার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করত। সে বলত: আমার বাবা আমার ব্যাপারে অবহলো করছে। আমাকে আমার অধিকার দয়েনি, আমার মা আমার ব্যাপারে অবহলো করছে। আমার ও আমার ভাইদের মাঝে ইনসাফ করনে। এভাবে সে বাবা-মায়রে অবাধ্য হত এবং মনে করত যে, তার উপর তাদের কোনও অধিকার নেই। এতে রয়েছে পরিবার ও সমাজরে বিশৃঙ্খলা।

ইবনে বায় রাহমিহুল্লাহুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: এমন ব্যক্তির ব্যাপারে শরীয়তরে বধিান কী যাকে তার বাবা (তার ভাষ্যমতে) লালন-পালন করনে এবং কোনও ধরনে যত্ন নয়নি; এমনকি শিশৈবকালও নয়। অথচ তার বাবার সন্তানরে জন্য ব্যয় করার সক্ষমতা ছিল। এমন অবস্থায় বাবার সাথে সন্তানরে সম্পর্ক বা বন্ধন টকিয়ে রাখা কী আবশ্যিক?

তনি উত্তর দনে: “হ্যাঁ। সন্তানরে জন্য পতির সাথে সদাচরণ করা, তার অধিকার জানা, তার প্রতি সদয় হওয়া আবশ্যিক; যদিও তার বাবা তার সাথে দুর্ব্যবহার করে ও তার ব্যাপারে অবহলো করে। সেই বাবার উচিত নিজরে অবহলোর জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করা। সন্তান প্রতিপালনে কসুর করার জন্য তাকে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে হবে। কিন্তু সটোর কারণে সন্তানরে জন্য পতির অবাধ্য হওয়া বধৈ হয়ে যায় না। বরং সন্তানরে ওপর ওয়াজবি পতি-মাতার সদব্যবহার করা; যদিও তারা তার ব্যাপারে কসুর করে। আল্লাহ তাআলা লোকমানরে ঘটনা বর্ণনা করার সময় কাফরেদের ব্যাপারে বলেন: “দুনিয়য় তাদেরকে সটোরদ্যরে সাথে সঙ্গ দবি।” (অর্থাত্) যদিও তারা দুইজন (পতি-মাতা) কাফরে হয়।

সুতরাং সন্তানরে উপর ওয়াজবি পতি-মাতার সাথে সদাচরণ করা, তাদের প্রতি সদয় হওয়া, তাদের প্রতি কামেল হওয়া এবং তাদের সাথে উত্তম আচরণ করা; যদিও তারা তার অধিকার পালনে অবহলো করে।” শাইখরে ওয়েবেসাইট থেকে সমাপ্ত।

আর আল্লাহর বাণী: “আর মমতায় তাদের প্রতি বশ্যতার ডানা নত করে দবি (তাদের সাথে বনীত আচরণ করবে) আর বলবে: ‘হে আমার রব! আমার পতিমাতার প্রতি দিয়া করুন যমেনভাবে তারা আমাকে ছোট থাকতে (দয়া দিয়ে) লালনপালন করছেন’ / [আল-ইসরা: ২৪]

এটা স্বাভাবিক লোকচার; তথা বাবা-মা তাদের সন্তানদেরকে প্রতিপালন করনে। তাই সন্তানরে দায়িত্ব হল তাদের জন্য রহমতরে দোয়া করা। নিয়মতরে বিপরীতে কৃতজ্ঞতা মাধ্যমে। আর এই অবস্থার ব্যতিক্রম (পতি-মাতা প্রতিপালন করনে না এমন) খুব কমই ঘটে। ব্যতিক্রমরে ভিত্তিতে বধিান প্রযোজ্য হয় না।

প্রশ্ননে উল্লেখিত বক্তার বক্তব্যরে উপরে কয়িস করলে এটাও দাঁড়ায়: সন্তান জন্ম দিয়ে বাবা-মা বা তাদের কোনও একজন মারা গেলে তারা এই সন্তানরে রহমতরে দোয়া পাওয়ার অধিকার রাখনে না। কারণ তারা ছোটবেলা থেকে তাকে প্রতিপালন করনে। যারা ছোটবেলা থেকে তার প্রতিপালন করেছে এবং তার ভরণ-পোষণ দিয়েছে তারাই তার দোয়া পাওয়ার বেশি হকদার। এমন কথা কটে বলে না।



আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ।